5. Weaponised criminal justice system

This section demonstrates how Bangladesh's criminal justice system—particularly its courts and prosecutorial mechanisms—has been systematically weaponised to suppress political dissent and insulate State actors from accountability. Through an analysis of case patterns, legal distortions, and institutional incentives, the Commission submits that the justice system has been repurposed to serve political objectives, shifting from its foundational role of upholding rights and ensuring due process to one of legitimising repression and criminalising opposition.

5.1 Coerced statements

Across numerous testimonies spanning different districts, years, and agencies, a disturbingly consistent pattern emerges in the extraction of confessional statements from the victims of enforced disappearances and arbitrary detentions. The uniformity of these accounts suggests a coordinated method of producing alleged self-incriminating statements through coercion, procedural violation, and institutional complicity.

5.1.1 Threats and coercion as standard practice

Victims were clearly told that unless they signed the Section 164 confessional statements and repeated to the Magistrate what they had been instructed to say, they would face severe consequences. Over the years, individuals detained by various security forces have consistently described direct threats, physical violence, and psychological coercion during custody. These included threats of death, prolonged disappearance, harm to family members, and repeated torture. In many cases, victims were warned that refusing to follow the dictated narratives would lead to death or fabricated charges of even greater severity.

Code EDB:[19] "আমাকে সারা রাস্তা বলে রাখছে, তুই যদি উল্টাপাল্টা করিস বা ১৬৪ না দিস, তাহলে তোর ওয়াইফকে নিয়ে আসবো। তোকে ইচ্ছামতো মারবো। ... আমাদের এখানে কোনো রুলস নাই, বা কেউ কিছু করতে পারবে না।" (5-1)

Code BGBJ:[20] চার মাস পরে নিয়ে গেল, "আমাকে চোখ বেঁধে নিয়ে গিয়ে বলতেছে, তুমি কি এখান থেকে বের হতে চাও, নাকি এভাবেই জীবন শেষ হয়ে যাবে?" আমি বললাম, "অবশ্যই আমি এখান থেকে বের হতে চাই।" তখন বলে, "ঠিক আছে, তাহলে আমরা যে কথাগুলো বলবো, তুমি কোর্টে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে তাই বলবা। ... তুমি যদি এটা বলো, তাহলে তুমি এখান থেকে বের হবা। আর যদি না বলো, তাহলে এখানে তোমাকে ক্রসফায়ার দিয়ে দিব, তুমি মরবা।" (5-2)

Code BBHJ:[21] একটা কাগজ লিখে দিয়েছেন, "এইভাবে এইভাবে তুমি স্বীকারোক্তি দিবা। আর না হলে তোমাকে বাঁচায় রাখবো না। যদি স্বীকারোক্তি না দাও, তাহলে তোমাকে মেরে ফেলা হবে।" ... আমি প্রথমবার দিতে চাইছিলাম না। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ডাক দিয়ে বললেন, "আপনাদের আসামি তো ভালো করে স্বীকারোক্তি দিচ্ছে না।" তারপর উনারা আমাকে বাইরে নিয়ে গেছেন। বাইরে নিয়ে গিয়ে শাসিয়েছেন। ... আমি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে কেঁদে কেঁদে বললাম, "স্যার, আমাকে আমার ভাইয়ের কাছে যেতে দেন। আমার ছোট ছোট ভাইয়ের জন্য আমার মনটা, প্রাণটা কাঁদছে। আমার মায়ের জন্য কাঁদছে। আমার মায়ের কাছে যেতে দেন।" এইভাবে আকুতি করলাম। (5-3)

5.1.2 Pre-coached statements and rehearsed formats

Many victims, spread across years and secret detention centres, recount being forced to memorise scripts prepared by law enforcement officers. These scripts were rehearsed multiple times under duress and then delivered to the Magistrates, as though voluntarily made.

Code BGIH:[22] ওই বিভিন্ন জিনিস লেখাইছে, মুখস্ত করাইছে, বলছে এগুলি বলবি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গিয়ে। নাইলে কিন্তু যতবার খুশি, ততবার আমরা রিমান্ড আনবো। (5-4)

Code EAF:[23] লাস্টের চার দিন সময় দিছে যে: "তোমারে চার-পাঁচ দিন সময় দিলাম, এটা মুখস্ত করবা... তুমি এই কথাগুলাই বলবা... যদি না বলো এগুলা, তা তোমারে পাঁচ-সাতটা মামলা দিয়া দিমু, আর যদি বলো, তাহলে তোমার একটা ছোট্ট মামলা দিয়া ছেড়ে দিমু।" (5-5)

Code EFE:[24] আমাকে তারা আগে থেকেই ফরমেট সারারাত পড়াইছে, "এইটা এইটা বলবা।" সকালবেলা আবার পড়াইছে, "কোর্টে যাবা, যা যা জিজ্ঞাসা করুক, তুমি এটাই বলবা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে।" ... ম্যাজিস্ট্রেটকে আমি বলছি,

[19] 27 year old male; abducted by CTTC in 2021; disappeared for 32 days
[20] 28 year old male; abducted by DGFI and RAB 2 in 2017; disappeared for 208 days
[21] 18 year old male; abducted by CTTC in 2020; disappeared for 3 days
[22] 45 year old male; abducted by CTTC in 2023; disappeared for 4 days
[23] 27 year old male; abducted by RAB 10 in 2017; disappeared for 113 days
[24] 19 year old male; abducted by CTTC in 2020; disappeared for 44 days

"স্যার, আমি একটু আপনার সাথে আলাদাভাবে কথা বলতে চাই..." ম্যাজিস্ট্রেটকে যখন আমি বলছি, "স্যার, এগুলা আমি করি নাই। এরা আমারে মারধর করে, আমারে জোর করে এগুলা বলাই দিছে।" ম্যাজিস্ট্রেট বলছে, "ঠিক আছে, আমি দেখতেছি।" কিন্তু তারপরও সে এটা আমার বিপক্ষে লেখছে। কারণ, এতদিন আমারে গুম রাখছে, অন্য কোনদিন কিন্তু তারা ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে আনতে পারতো না? [কিন্তু আসলে] যেদিন তাদের পছন্দের ম্যাজিস্ট্রেট ছিল, সেদিনই তারা আমারে কোর্টে হাজির করছে। (5-6)

5.1.3 Absence of legal representation

Victims were frequently made to appear before the Magistrates for recording their alleged confessions without access to any counsel. The presence of legal representation at this stage, if permitted by law, may impede the application of procedural safeguards that could have prevented or challenged coerced confessions.

Code BHCA:[25] তখন জজ সাহেব বলল, "তোমাদের কোন উকিল আছে কিনা।" আমাদের গুম অবস্থায় সরাসরি ওখানে নিয়ে গেছে। কেমনে উকিল ধরবো? বললাম, "উকিল নাই।" ... তো জজ সাহেব চার দিনের রিমান্ড দিলেন। (5-7)

Code FGA:[26] কোর্টে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করছে, "আপনাদের তো উকিল নাই, আপনাদের কিছু বলার আছে কিনা?" তখন আমরা বলছি, "স্যার, আমাদের বলার আছে। ... আমাদের এই রিমান্ড কীভাবে হবে, আমরা তো এখানে ছিলামই না।" এইভাবে আমাদের যখন পুরো গুমের ঘটনা বর্ণনা করছি, তখন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেছে। উনি তখন বলছে, "আচ্ছা, ঠিক আছে।" উনি বলছে, "এই যে উনারা বলতেছে যে, উনাদেরকে গুম করে রাখা হয়েছে, তো আপনি তো বলতেছেন যে আপনারা গত পরশুদিনে উনাদেরকে গ্রেফতার করছেন, তাহলে এখন কি জবাব দিবেন?" তো তখন আমাদেরকে যে রিমান্ড চেয়েছিল, চট্টগ্রামের একজন পুলিশ কমিশনার, উনি বলছে, "উনারা ট্রেনিং প্রাপ্ত। ট্রেনিং প্রাপ্ত না হলে কি এই ভাবে বলতে পারে?" কারণ বলতেছে, "ওরা যদি গুমে থাকে, তাহলে ওদের মোচ কাটা কেন? ওদের পরনে পরিষ্কার পোশাক কেন?" অথচ মিডিয়াতে শো করার আগের দিন মোচ কেটে, পরিষ্কার পোশাক দিয়ে আমাদেরকে নিয়ে আসা হয়েছে। ... পরবর্তীতে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আমাদের তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে এবং বলে, "উচ্চ আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী, কোন ধরনের নির্যাতন বা শারীরিক টর্চার ছাড়া রিমান্ড শেষ করতে হবে।" (5-8)

5.1.4 Judicial complicity or inaction

Multiple testimonies indicate that the Magistrates failed to meet the minimum legal requirement of verifying whether confessions were made voluntarily. Victims reported being brought before the magistrate by the officers who had tortured them, with no opportunity to speak freely, at which point they would be remanded to custody. In some cases, the Magistrates appeared disinterested

[25] 25 year old male; abducted by RAB 11 in 2019; disappeared for 13 days
[26] 20 year old male; abducted by DGFI, RAB 2 and RAB 7 in 2016; disappeared for 315 days

or rushed, merely rubber-stamping the statements without inquiries. In certain cases, the victims stated the contents recorded in the confessional document bore no resemblance to anything they had said. This suggests not just coercion, but direct fabrication.

> **Code BDAH:**[27] আমি বললাম, "স্যার, আপনার সাথে আমার অনেক কথা আছে। উনাদেরকে [অর্থাৎ পুলিশকে] আপনি বের করেন রুম থেকে।" মাহমুদুল হাসান স্যার বলছে, "উনারা বের হবে না, যা বলার এখানে বল।" আমি বলছি, "স্যার, আমাকে উনারা গুম রাখছে। আমার বাবা-মা জানে না আজ পর্যন্ত আমি বেঁচে আছি কি মরে গেছি। ... এই যা লেখছে, আমাকে মুখস্ত করানো হইছে। স্যার, আমি এই সম্পর্কে কিছুই জানি না।" মাহমুদুল হাসান স্যার কম্পিউটারে টাইপ দিয়ে অনেকগুলি লেখা কেটে দিছে। আরও লেখা বড় ছিল। "কই দেখো, অনেক লেখা কেটে দিছি, আর কাটা যাবে না। যা আছে এখানে সাইন করো।" আমি বললাম, "স্যার, আপনার সাথে আমার কথা আছে। স্যার, আমার সামনে পরীক্ষা। স্যার, আপনি উনাদেরকে বের করেন।" কোনভাবেই উনাকে আমি ম্যানেজ করতে পারলাম না। পরবর্তীতে যখন আমি এটা পড়তে গেলাম আবার, ম্যাজিস্ট্রেটের লেখাটা, তখন উনি আমাকে বলতেছে, "তোমার তো এত জায়গা-জমি নাই যে আমি লিখে নিয়ে যাব। সাইন করতে বলছি, সাইন করো।" ... আমাকে উনি কোন সুযোগ দেয় নাই। কোন সময় দেওয়া হয় নাই।" (5-9)

> **Code EBG:**[28] ১৬৪ করছিল, কিন্তু ১৬৪ মাইরা করছে "... আমার হাত বাঁধা, আমার দুইটা হাত বাঁধা। ... ম্যাজিস্ট্রেট আমারে জিজ্ঞেস করতেছে আর লিখতেছে।" ... একবার জিজ্ঞেস করছে, "আপনার বাসায় কি লাইব্রেরি আছিল?" আমি বলছি, "আমার বাসায় বই ছিল, লাইব্রেরি ছিল।" "তো আপনারা কি ওখানে বসে বন্ধুবান্ধব আড্ডা দিতেন?" আমি বলছি, "মাঝে মাঝে আসতো, গল্প করতাম..." এই কথাটা আমি বলছি। কিন্তু সে এখানে যখন লেখছে, তার হাতের লেখা, সে লেখছে যে, আমি জিহাদি কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলাম... আমি তো তাকে এই কথাটা বলি নাই কখনো... সে তো তার মত করে লিখল। ... র‍্যাবের লোকরা যখন ১৬৪ রুমে ঢুকায়, তখন আমার চোখ বাঁধা। এটা যে ১৬৪ রুম, সেটাও তো আমি জানি না। র‍্যাবের থেকে আমারে বলছে, "আমরা যেভাবে শিখাইছি, সেভাবে বলবি। যদি না বলস, এখান থেকে বাইর আনার পরে তুই আর জীবন দেখবি না।" (5-10)

> **Code DDB:**[29] ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে নিয়ে গেছে... তো আমি উনার কাছে বললাম, "এরা আমারে সদরঘাট থেকে এরকম এরকম কইরা নিয়ে আসছে। আমারে এদিকে আটকা রাইখা এতদিন আমারে মারছে, পিটাইছে। আমি জানি না, আমার বাসায় এরা কেমন আছে। ওরা জানে না আমি কেমন আছি..." তো উনি বলতেছে, "কি করমু ভাই? আপনার নাম তো এজহারের মধ্যে আছে।" কয়, "এখন কি করমু? যেই মামলা, আপনারে রিমান্ড তো দেওয়াই লাগে।" তো আমি বললাম, "আমি এতটা দিন এগো কাছে ছিলাম।" "কই ছিলেন?" আমি বললাম, "এই র‍্যাবরা দিয়া গেছে।" "র‍্যাবদের কাছে ছিলাম? র‍্যাব অফিসে ছিলেন?" বললাম, "জি।" "কি করমু এখন? এটা তো নিয়ম, দেওয়াই লাগে।" তো উনি আবার তিন দিনের রিমান্ড দিছে। (5-11)

Together, these patterns reveal that the process of extracting confessional statements in many of these cases was not merely procedurally flawed but systematically abusive as well. The

[27] 19 year old male; abducted by CTTC in 2017; disappeared for 28 days
[28] 37 year old male; abducted by RAB 11 in 2017; disappeared for 11 days
[29] 27 year old male; abducted by RAB 11 in 2019; disappeared for 42 days

combination of threat, scripting and absence of counsel, and judicial complicity forms a closed circuit of impunity that enables the production of legally admissible but fundamentally coerced confessions.

5.2 Charged under similar laws

The chart below shows the number of victims in our current sample who have had at least one case filed against them under various laws in Bangladesh. The Anti-Terrorism Act, 2009 stands out as the most frequently invoked law, with 198 victims facing charges under it, far more than any other legislation. The Explosive Substances Act, 1884 and the Arms Act, 1878 follow, with 51 and 43 victims respectively. Fewer cases were filed under the Information and Communication Technology Act, 2006 and its successor, the Digital Security Act, 2018 (9 victims), as well as the Special Powers Act, 1974 (8 victims). The over-reliance on broad national security and criminal statutes, such as the Anti-Terrorism Act, suggests a pattern of systemic criminalisation, often without regard for individualized evidence.

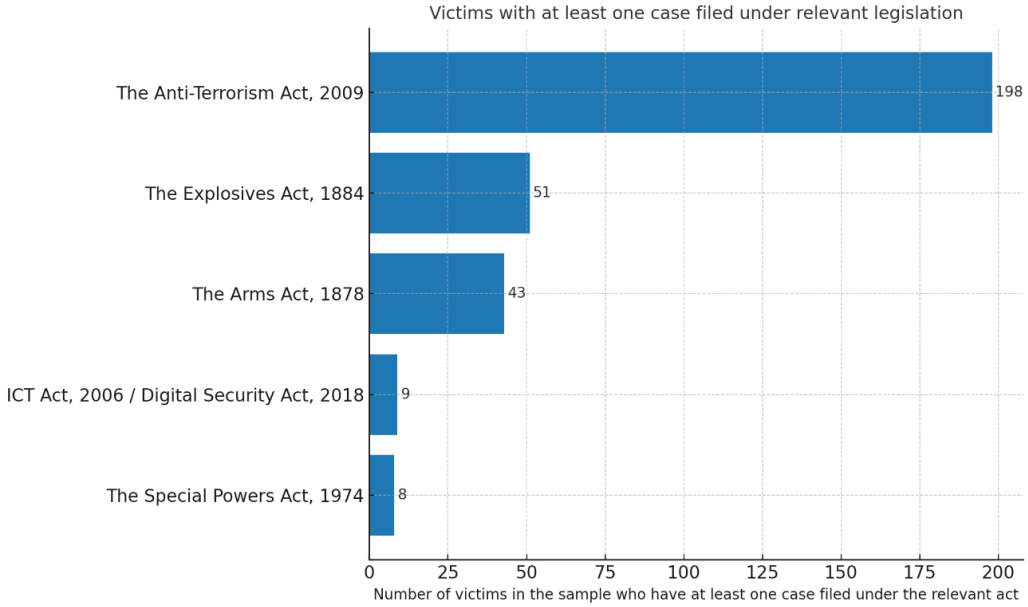

Fig 5A: Acts under which cases have been filed against individuals in the sample

What is particularly striking is that despite the wide variation in the victims' ages, professions, and years of abduction, the vast majority were charged under the same law: the Anti-Terrorism Act. This convergence suggests that these cases were not built on individual circumstances or tailored

allegations but rather reflect a systemic use of national security laws as a blanket tool for repression. Whether student or businessperson, abducted in 2012 or 2022, the uniformity of charges underscores the absence of meaningful case-by-case assessment and reinforces the impression of politically motivated criminalisation.

5.3 Similarities in the charges

Over the past decade, State authorities in Bangladesh have deployed a range of criminal statutes to frame charges against individuals in ways that closely resemble one another across time, location, and political context. These charges often rely on vague language, recycled accusations, and formulaic justifications that bypass evidentiary scrutiny. By analysing these charge sheets across a random sample from our subset, it became evident that a pattern of prosecutorial scripting had taken root. It portrayed dissent, protest, and ideological deviation not as acts to be judged on their individual merits, but as parts of a predetermined narrative of national threat. The examples below demonstrate how this system operates through mechanical repetition, pre-empting due process and reinforcing a culture of impunity.

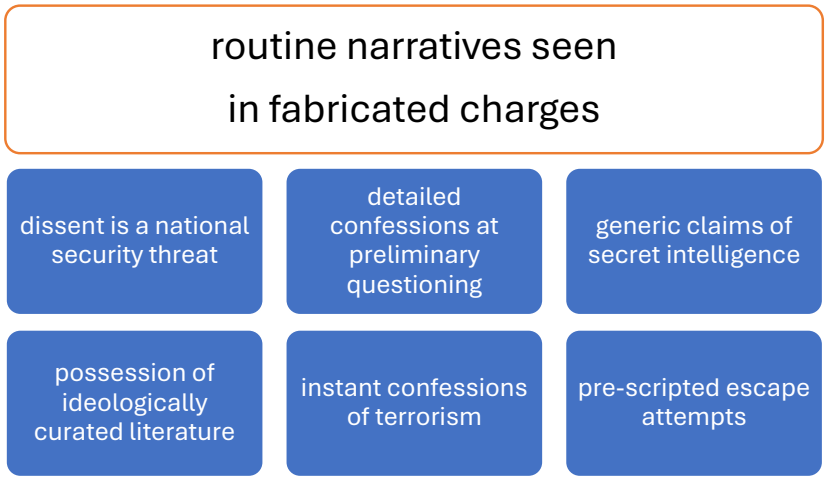

Fig 5B: Routine narratives seen in fabricated charges

5.3.1 Framing dissent as a national security threat

Online expression in Bangladesh, particularly when it involved criticism of Sheikh Hasina, state institutions, or support for protest movements, was routinely framed as a threat to national security. Laws such as the Digital Security Act and Section 57 of the Information and Communication

Technology Act were used to securitize dissent in cyberspace, linking it to extremism, public disorder, or anti-state conspiracies. This legal framing allowed the previous regime to treat political speech not as a civil liberty but as a potential trigger for instability.

Location	Year	Charge language (Information Technology Act, 2006, Sec 57)
Jatrabari, Dhaka	2018	"তাদের নিজ নিজ ফেসবুক আইডি মাধ্যমে ... জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, মাননীয় তথ্য প্রযুক্তি উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয়সহ অন্যান্য মন্ত্রী বর্গের ছবি সুপার এ্যানিমেশন মাধ্যমে অশ্লিল ও বিকৃতভাবে তৈরি, সংরক্ষণ ও প্রচার করে ... আওয়ামী লীগসহ সমমনা রাজনৈতিক দল সম্পর্কে মানহানিকর বিরূপ ও কুরুচিকর, বিভ্রান্তিমূলক মিথ্যা গুজব, রটনা প্রচার করে ... হেফাজতে ইসলাম তথা ছাত্র আন্দোলনের দ্বারা অর্থাৎ চাকুরীতে কোটা বিরোধী আন্দোলন, নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলন ইত্যাদি ইস্যুকে কাজে লাগিয়ে সরকার পরিবর্তনের অপতৎপরতা চালিয়েছে।" (Code IDB)[30] (5-12)
Ramna, Dhaka	2018	"শান্তিপূর্ণভাবে চলমান "নিরাপদ সড়ক চাই" আন্দোলনকে ইচ্ছাকৃতভাবে ভিন্নখাতে পরিচালিত করে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি করার জন্য ... ফেসবুক আইডি থেকে মিথ্যা, অসত্য, বানোয়াট, উস্কানিমূলক লিখা ও ভিডিও পোস্ট আপলোড করা হচ্ছে..." (Code BEDD)[31] (5-13)
Jatrabari, Dhaka	2018	"ফেসবুকসহ অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ অন্যন্য মন্ত্রীদের ব্যক্তিগত ছবি বিকৃত আকারে প্রকাশ করে রাষ্ট্র ও সরকারের বিরুদ্ধে নানা প্রকার কুৎসা রটনা ও বিভ্রান্তিকর পোস্ট ... বিচার বিভাগ, সেনাবাহিনী, পুলিশসহ জাতীয় সকল প্রতিষ্ঠান সমূহকে ঘিরে কিছু সাইবার অপরাধী জনগণের মধ্যে বিরূপ ধারণা তৈরির চেষ্টা করছে..." (Code BAB)[32] (5-14)

Tab 5A: Framing dissent as a national security threat using ICT Act 2006

What was most striking was the consistency of charge language across cases involving different individuals, filed at different police stations. Posts about the quota movement, the road safety protests, or even digitally altered images of government leaders were uniformly portrayed as incitement to unrest. Frequently, the language used in charge sheets was virtually identical, suggesting the application of a pre-set prosecutorial script rather than an evidence-based legal process. Note, for instance, the identical language used in the Jatrabari case above and in separate cases filed under different laws against different individuals in both Jatrabari and Mirpur.

Location	Year	Charge language (Digital Security Act 2018)
Mirpur, Dhaka	2018	"ফেসবুকসহ অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ অন্যন্য মন্ত্রীদের ব্যক্তিগত ছবি বিকৃত আকারে প্রকাশ করে রাষ্ট্র ও সরকারের বিরুদ্ধে নানা প্রকার কুৎসা রটনা ও বিভ্রান্তিকর পোস্ট ... বিচার বিভাগ, সেনাবাহিনী, পুলিশসহ জাতীয় সকল প্রতিষ্ঠান সমূহকে ঘিরে কিছু সাইবার অপরাধী জনগণের মধ্যে বিরূপ ধারণা তৈরির চেষ্টা করছে..." (Code BAB)[33] (5-15)

[30] 45 year old male; abducted by RAB 10 in 2018; disappeared for 14 days
[31] 22 year old male; abducted by CTTC in 2018; disappeared for 25 days
[32] 59 year old male; abducted by RAB 10 in 2018; disappeared for 10 days
[33] 59 year old male; abducted by RAB 10 in 2018; disappeared for 10 days

Jatrabari, Dhaka	2018	"ফেসবুকসহ অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ অন্যান্য মন্ত্রীদের ব্যক্তিগত ছবি বিকৃত আকারে প্রকাশ করে রাষ্ট্র ও সরকারের বিরুদ্ধে নানা প্রকার কুৎসা রটনা ও বিভ্রান্তিকর পোস্ট ... বিচার বিভাগ, সেনাবাহিনী, পুলিশসহ জাতীয় সকল প্রতিষ্ঠান সমূহকে ঘিরে কিছু সাইবার অপরাধী জনগণের মধ্যে বিরূপ ধারণা তৈরির চেষ্টা করছে..." (Code IDB)[34] (5-16)
Mirpur, Dhaka	2018	"আসামী ... ফেসবুকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বিভিন্ন মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে এবং সরকারবিরোধী উস্কানিমূলক ও অসত্য পোষ্ট দেন কিনা জিজ্ঞেস করলে তিনি জানান, তিনি রাষ্ট্র ও সরকারের বিরুদ্ধে নানা প্রকার কুৎসা করে ও বিভ্রান্তিকর পোস্ট ফেসবুকে দিয়ে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড ঘটানোর লক্ষ্যে ... বিচার বিভাগ, সেনাবাহিনী, পুলিশসহ জাতীয় সকল প্রতিষ্ঠানসমূহকে ঘিরে কিছু সাইবার অপরাধী জনগণের মধ্যে বিরূপ ধারণা তৈরি করে থাকেন।" (Code BAB)[35] (5-17)
Jatrabari, Dhaka	2018	"আসামী ... ফেসবুকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বিভিন্ন মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে এবং সরকারবিরোধী উস্কানিমূলক ও অসত্য পোস্ট দেন কিনা জিজ্ঞেস করলে তিনি জানান, তিনি রাষ্ট্র ও সরকারের বিরুদ্ধে নানা প্রকার কুৎসা করে ও বিভ্রান্তিকর পোস্ট ফেসবুকে দিয়ে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড ঘটানোর লক্ষ্যে ... বিচার বিভাগ, সেনাবাহিনী, পুলিশসহ জাতীয় সকল প্রতিষ্ঠানসমূহকে ঘিরে কিছু সাইবার অপরাধী জনগণের মধ্যে বিরূপ ধারণা তৈরি করে থাকেন।" (Code IDB)[36] (5-18)
Khilgaon, Dhaka	2020	"আসামীর ফেসবুক আইডি [থেকে]... বাংলাদেশ সরকার বিরোধী ষড়যন্ত্র, হত্যা, জনমনে ত্রাস, ভীতি ও জননিরাপত্তা বিপন্ন করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ, অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা করত। তাহার ব্যবহৃত মোবাইল সেটে বাংলাদেশ সরকার বিরোধী ষড়যন্ত্র সংক্রান্তে বিভিন্ন লিংক আছে ... অনলাইন ভিত্তিক প্রচারণায় দেশের বিদ্যমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ... মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে কটূক্তি সম্বলিত বিভিন্ন পোস্ট এর কপি প্রচার করে।" (Code BBHJ)[37] (5-19)

Tab 5B: Framing dissent as a national security threat using DSA 2018

5.3.2 Generic claims of secret intelligence

Across several years and locations, law enforcement repeatedly cites unnamed secret sources, without verifiable evidence or judicial oversight, as a pretext to justify arrests, raids, and surveillance, often without verifiable evidence or judicial oversight. This recurring formula enabled the exercise of broad discretionary power and helped normalise unaccountable policing practices across the country.

Location	Year	Charge language (Anti-Terrorism Act 2009)
Railway PS Sirajganj	2014	"টহল করাকালীন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে... টিকেট ঘরের পূর্ব পার্শ্বে প্লাটফর্মে গমনাগমন পথে সন্দেহভাজন যাত্রীদের তল্লাশী কাজ পরিচালনা করি" (Code FCH)[38] (5-20)

[34] 45 year old male; abducted by RAB 10 in 2018; disappeared for 14 days
[35] 59 year old male; abducted by RAB 10 in 2018; disappeared for 10 days
[36] 45 year old male; abducted by RAB 10 in 2018; disappeared for 14 days
[37] 18 year old male; abducted by CTTC in 2020; disappeared for 3 days
[38] 25 year old male; abducted by RAB Intelligence and RAB 12 in 2014; disappeared for 10 days

Akbarshah Chattogram	2016	"টহলদল সরকারী গাড়ীযোগে চট্টগ্রাম মহানগরীর সাগরিকা এলাকায় টহল ডিউটি করাকালে তারিখ ০৮/১২/১৬ইং ০৫:২৫ ঘটিকার সময় আমি গোপন সূত্রে জানতে পারি যে..." (Code FGH)[39] (5-21)
Joydebpur, Gazipur	2016	"জয়দেবপুর থানা এলাকায় সন্ত্রাসী গ্রেফতার ও বিশেষ অভিযান পরিচালনায় বাহির হইয়া জয়দেবপুর থানাধীন রাজেন্দ্রপুর মোড়ে হোটেল নিরিবিল এর সামনে রাস্তায় অবস্থানকালে গোপন সূত্রে সংবাদ পাই যে..." (Code CBG)[40] (5-22)
Bandar Narayanganj	2017	"মদনপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় টহল ডিউটি করাকালীন ২১/০৮/২০১৭ইং তারিখ রাত্রি অনুমান ১৯.৫০ ঘটিকার সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারি যে..." (Code CDI)[41] (5-23)
Demra Dhaka	2017	"এই মর্মে এজাহার দায়ের করিতেছি যে, অদ্য ০১/০৮/২০১৭ ৪৮ ১৬:১৫ ঘটিকার সময় গোপন সূত্রে সংবাদ পাই যে..." (Code BDAH)[42] (5-24)
Nandigram Bogura	2017	"নন্দীগ্রাম থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করাকালে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে জানিতে পারেন যে..." (Code BGHI)[43] (5-25)
Cantonment Dhaka	2019	"ঢাকা মহানগর এলাকায় নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করার জন্য গুলশান ও উত্তরা বিভাগে অবস্থানকালীন গোপন সংবাদের মাধ্যমে জানা যায় যে..." (Code BGEJ)[44] (5-26)

Tab 5C: Generic claims of receiving secret intelligence

5.3.3 Pre-scripted escape attempts

Across multiple years and locations, a recurring claim in charge narratives is that suspects attempted to flee upon sensing the presence of law enforcement, prompting immediate pursuit and arrest. This "attempted escape" trope appears across districts from Narayanganj to Gazipur, Chattogram to Bogura, and is routinely cited to justify arrests without warrants. It often substitutes for concrete evidence, serving as a ready-made justification for police action regardless of the specifics of the case.

Location	Year	Charge language (Anti-Terrorism Act 2009)
Akbarshah Chattogram	2016	"র‍্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টাকালে... সঙ্গীয় অফিসার ফোর্সের সহায়তায় গ্রেফতার করে..." (Code FGH)[45] (5-27)
Demra Dhaka	2017	"১০/১১ জন লোককে গোপন শলাপরামর্শ করিতে দেখিয়া আমরা আগাইয়া গেলে পুলিশের উপস্থিতি টের পাইয়া তাহারা দৌড়াইয়া পালাইবার চেষ্টাকালে..." (Code BDAH)[46] (5-28)

[39] 20 year old male; abducted by DGFI, RAB Intelligence, RAB 2 and RAB 7 in 2016; disappeared for 224 days
[40] 43 year old male; abducted by DB in 2016; disappeared for 5 days
[41] 29 year old male; abducted by RAB 11 in 2017; disappeared for 13 days
[42] 19 year old male; abducted by CTTC in 2017; disappeared for 28 days
[43] 28 year old male; abducted by Bogura DB in 2018; disappeared for 14 days
[44] 54 year old male; abducted by DGFI and RAB 1 in 2019; disappeared for 254 days
[45] 20 year old male; abducted by DGFI, RAB Intelligence, RAB 2 and RAB 7 in 2016; disappeared for 224 days
[46] 19 year old male; abducted by CTTC in 2017; disappeared for 28 days

Nandigram Bogura	2017	"বর্ণিত স্থানে আসা মাত্রই সংকেত দিয়া গতিরোধ করিলে মোটরসাইকেলটি ফেলে রেখে দৌড়াইয়া পালানোর চেষ্টাকালে অফিসার ও ফোর্সের সহায়তায় একজন ব্যক্তিকে আটক করি" (Code BGHI)[47] (5-29)
Bandar Narayanganj	2017	"র‍্যাবের উপস্থিতি টের পাইয়া দৌড়ে পালানোর চেষ্টাকালে আমি সঙ্গীয় ফোর্সসহ... ০২ জনকে ধৃত করতে সক্ষম হই।"(Code CDI)[48] (5-30)
Tongi West Gazipur	2021	"র‍্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে সেখানে অবস্থানরত পালানোর জন্য দিক-বেদিক দৌড় দিলে সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সের সহায়তায় ০১ জনকে আটক করতে সক্ষম হই" (Code DGE)[49] (5-31)

Tab 5D: Pre-scripted escape attempts

5.3.4 Instant confessions of terrorism

Across cases spanning years and regions, authorities consistently claim that after arrest, suspects immediately confessed to being members of banned militant groups. Yet such instant and detailed admissions are highly uncharacteristic of ideological actors, who typically resist interrogation and deny affiliation. Unlike common criminals, they are far less likely to incriminate themselves upon capture, making the uniformity and timing of these confessions suspect.

Location	Year	Charge language (Anti-Terrorism Act 2009)
Railway PS Sirajganj	2014	"ধৃত আসামীগণকে জিজ্ঞাসাবাদে জানায় তাহারা নিষিদ্ধ ঘোষিত সন্ত্রাসী জঙ্গী সংগঠন জেএমবি'র সক্রিয় সদস্য" (Code FCH)[50] (5-32)
Akbarshah Chattogram	2016	"ধৃত আসামীদের জিজ্ঞাসাবাদে ... তারা নিজেদেরকে নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন 'হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামীর' সক্রিয় সদস্য বলে স্বীকার করে" (Code FGH)[51] (5-33)
Demra Dhaka	2017	"জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত আসামিরা উল্লিখিত নাম-ঠিকানা প্রকাশ করে এবং তারা নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন 'নব্য জেএমবি' এর সদস্য বলিয়া স্বীকার করে" (Code BDAH)[52] (5-34)
Nandigram Bogura	2017	"আটককৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদে উপরে উল্লেখিত নাম ঠিকানা জানায় এবং নব্য জেএমবির দক্ষিণ অঞ্চলের প্রধান শুরা সদস্য ও ভারতের মোস্ট ওয়ান্টেড বলিয়া স্বীকার করে" (Code BGHI)[53] (5-35)
Bandar Narayanganj	2017	"ধৃত আসামীদেরকে জিজ্ঞাসাবাদে ... জানায় যে, তারা নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গী সংগঠন 'জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ' (জেএমবি) এর 'এহসার' এবং সামরিক শাখার সদস্য" (Code CDI)[54] (5-36)

[47] 28 year old male; abducted by Bogura DB in 2018; disappeared for 14 days
[48] 29 year old male; abducted by RAB 11 in 2017; disappeared for 13 days
[49] 42 year old male; abducted by DB and RAB 2 in 2021; disappeared for 58 days
[50] 25 year old male; abducted by RAB Intelligence and RAB 12 in 2014; disappeared for 10 days
[51] 20 year old male; abducted by DGFI, RAB Intelligence, RAB 2 and RAB 7 in 2016; disappeared for 224 days
[52] 19 year old male; abducted by CTTC in 2017; disappeared for 28 days
[53] 28 year old male; abducted by Bogura DB in 2018; disappeared for 14 days
[54] 29 year old male; abducted by RAB 11 in 2017; disappeared for 13 days

Tongi West Gazipur	2021	"...জিজ্ঞাসাবাদে জানায়, সে সহ পলাতক আসামীরা নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গী সংগঠন 'আনসার আল ইসলাম' এর স্বশস্ত্র গ্রুপের সদস্য" (Code DGE)[55] (5-37)

Tab 5E: Instant confessions of terrorism

5.3.5 Possession of ideologically curated literature

Across multiple years and regions, many charge sheets list confiscated books and pamphlets, often portraying the mere possession of religious, oppositional, or ideological texts as conclusive proof of terrorist intent. Authorities routinely claim to have recovered dozens of 'jihadist' texts at the time of arrest, sometimes stored together in a single bag or drawer. The volume, variety, and immediate classification of these texts as incriminating strains plausibility. This recurring pattern suggests the use of a scripted template in which possession of certain literature is used to construct a preordained narrative of militancy.

Location	Year	Charge language (Anti-Terrorism Act 2009)
Railway PS Sirajganj	2014	"তার নিকটে থাকা কালো রং এর ব্যাগের ভিতর ৪৭ (সাতচল্লিশ) টি বিভিন্ন জিহাদী বই, যার মধ্যে প্রশিক্ষণ পুস্তিকা জেএমবি ১০১ (এফ) টি, তাওহীদের পতাকা বাহকদের প্রতি ... ০১ (এক) টি, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং দাজ্জালী ০১ (এক) টি, জিহাদের ভূমির পথে (২কপি), আন্তর্জাতিক জিহাদ এবং এর বিভিন্ন সংশয় নিরসন ০১ (এক) টি, মুসলিমদের ভূমিকে প্রতিরক্ষা করা ০১ (এক) টি, আত্ তাহরীদ (গ্রেফতারকৃত আসামীদের কর্তৃক হাতে বাধায় করা) ০১ (এক) টি, সামাজিক বিভীষিকা ও ইসলাম ০১ (এক) টি, নামাজ ত্যাগকারীর বিধান ০১ (এক) টি, রোজার সত্তরটি মসলা মাসায়েল ০১ (এক) টি, হিযনুল মুসলীম ০১ (এক) টি, নূরানী কায়দা ০১ (এক) টি, মুসলীম নারীর নিকট ইসলামের দাবী ০১ (এক) টি, ইসলামী সমাধান ০১ (এক) টি, ইসলামের হাকিকত ০১ (এক) টি, বহুজাতিক সংস্থার ভারতে আগ্রাসন ভারতের মুৎসুদ্দি পুঁজির আত্মসমর্পন ০১ (এক) টি, যুগে যুগে শয়তানের হামলা ০১ (এক) টি, জিভের আপদ ০১ (এক) টি, তাওহীদ আল-আ'মালী ১ (এক) টি, ত্বলিদ আল ইলমদের প্রতি উপদেশ ০১ (এক) টি, কোরআন সুন্নাহর দর্পন ০১ (এক)টি, আক্বীদা ০১ (এক) টি, রাসুলুল্লাহর (স) জিহাদ ০১ (এক) টি, জিহাদ ০১ (এক) টি, বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট আন্দোলনের রূপরেখা ০১ (এক) টি, রাসায়েল ও মাসায়েল ০১ (এক) টি, গণতন্ত্র এর আসল রূপ ০১ (এক) টি, তাওহীদ ও শীর্ক সুন্নাত ও বিদআত ০১ (এক) টি, মতভেদ নেই ইসলামের এটাও তাওহীদ পৃথিবীতে সবাই মিলে একই দিনে করি ঈদ ০১ (এক) টি, ইসলামী হুকুম ও প্রতিষ্ঠা করা কি সম্ভব ০১ (এক) টি, গণতন্ত্র একটি দ্বীন ০১ (এক) টি, রক্ত পিচ্ছিল শখের যাত্রী যারা ০১ (এক) টি, তালেবানের মেয়ে (০২টি), প্রসঙ্গঃ তাবলীগ জামাত এবং কোরআন মজিদ এর আলোকে আল্লাহ তায়ালা ০১ (এক) টি, তিনটে শুদ্ধি করার দলিল ০১ (এক) টি, রাজনৈতিক সাংগঠনিক পর্যালোচনা ০১ (এক) টি, তাবি'ঈদের জীবন কথা ১ম খন্ড ০১ (এক) টি, আফ্রিকার দুলহান ০১ (এক) টি, ঈমান দীপ্ত দাস্তান ০১ (এক) টি, চোগলখোর ও গীবতকারীর ভয়াবহ পরিণতি এবং প্রতিবেশীর হাক্ব ০১ (এক) টি, তাওহীদ রিসালাত ও আখেরাত ০১ (এক) টি, মরণ একদিন আসবেই ০১ (এক) টি, উম্মতে মোহাম্মদীর মুক্তির সঠিকপথ ০১

[55] 42 year old male; abducted by DB and RAB 2 in 2021; disappeared for 58 days

		(এক) টি, কিয়ামতের আলামত ও দাজ্জালের আর্বিভাব ০১ (এক) টি, আকাবিরদের খুনের মিছিল ০১ (এক) টি।" (Code FCH)[56] (5-38)
Akbarshah Chattogram	2016	"অতঃপর আসামীদের দেখানো মতে তাদের হেফাজত হতে ... জিহাদী বই ১৪ (চৌদ্দ) টি। যার মধ্যে i) ফিলিস্তিনের স্মৃতি-আব্দুস সাত্তার, ii) আইনী তুহফা সলাতে মুস্তফা দ্বিতীয় খণ্ড-অধ্যাপক মাওলানা হাফেজ শায়খ আইনুল বারী আলিয়ারী, iii) বাজেয়াপ্ত ইতিহাস-মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ রিসার্চ একাডেমি, iv) সত্যের মাপকাঠি-মোঃ নাজমুল ইসলাম, v) প্রচলিত রাজনীতি নয় জিহাদই কাম্য-মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (রহঃ), vi) দেশ ধ্বংসের নীল নকশা-সু-আ না হোসেন, vii) এসো তারকীব শিখি-মওলানা খ ম তাওহীদুল ইসলাম দুবাজাইলী, viii) উল্টা বুঝিল রাম ও সাধু সাবধান-মওলানা আবু তাহের বুদ্ধিমানী, ix) ইতিহাসের কাঠগড়ায় হযরত মু'আবিয়া রাঃ-বিচারপতি আলামা তকী উসমানী, x) ইসলামী আন্দোলন কর্মীদের বৈশিষ্ট্য-মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী ২টি, xi) হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশ পরিচিতি ২ (দুই) টি, xii) জিহাদের ডাক।" (Code FGH)[57] (5-39)
Bandar Narayanganj	2017	"একটি কালো রংয়ের ব্যাগে রক্ষিত জিহাদী বই (i) ঈমান আনার পর প্রথম ফরজ মুসলিম ভূমির প্রতিরক্ষা-মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক খান (ii) কাফির বলার প্রয়োজনীয়তা ও নিয়ম- মুহাম্মাদ ইকবাল বিন ফাখরুল (iii) আল্লাহপ্রেমের সন্ধানে তিনটি কিতাব তরীকে বেলায়েত কুদৃষ্টি-কুসম্পর্কের ক্ষতি ও প্রতিকার ওলি হওয়ার চারটি আমল- হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব (iv) জিহাদের জন্য একজন সর্বজনীন খলীফা বা বিশ্বনেতা থাকা কি শর্ত, নাকি স্থানীয়ভাবে আমীর নিয়োগ করে জিহাদ করা যায়?, জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, মুসমানগণ কি ইতিহাস ভুলে গেছেন?, জিহাদের ময়দানে নেই কেন খোলা তরবারী-আবু আব্দুল্লাহ।" (Code CDI)[58] (5-40)
Cantonment Dhaka	2019	"একটি ড্রয়ারের মধ্যে ০৭ (সাত) টি জিহাদী পুস্তিকা, পুস্তিকা গুলির উপরের পাতায় যথাক্রমে (ক) আজ-জাওয়াহিরি, আল-হারারি ও আন-নাযারির আল-কায়দা, (খ) আল্লাহর বিধান না মানবরচিত আইন, (গ) আনি তোমাদেরকে যা বলছি অচিরেই তোমরা তা স্মরণ করবে, (ঘ) হয় দাওলাতুল ইসলাম নতুবা মহাপ্লাবন, (ঙ) খিলাফা ঘোষণা ও বাংলাদেশ, (চ) শামে আল-কায়েদার মিত্ররা, (ছ) একটি বোমা তেরী কর তোমার মায়ের রান্নার ঘরে।" (Code BGEJ)[59] (5-41)
Tongi West Gazipur	2021	"(গ) "অপারেশন মাজার-ই-শরীফ" নামক ০১ (এক) টি জিহাদী বই। (ঘ) জিহাদী পুস্তিকা, যথা- ১. তাওহীদের পতাকাবাহকদের প্রতি ২. সতর্কতা, গোপনীয়তা এবং ধুম্রজালঃ সতর্কতার মধ্যমপন্থা ৩. ফিদায়ী অভিযানের বষয়ে ইসলামের বিধান ৪. কুফরী একটি গুরুত্বর অপরাধ আর কাফির কখনও নিরপরাধ নয় ৫. হিজরত ও জিহাদের চূড়ান্ত প্রস্তুতি ৬. গেরিলা যুদ্ধে কৌশলগত অতিপ্রসারতা ৭. মানহাজের ব্যাপারে নির্দেশনা ও ৮. তাগুত সহ সর্বমোট ০৮ (আট) টি জিহাদী পুস্তিকা।" (Code DGE)[60] (5-42)

Tab 5F: Ideologically curated literature

5.3.6 Detailed confessions during preliminary questioning

Authorities consistently claimed that suspects provided full accounts of their activities during preliminary questioning. These alleged confessions often included detailed information about

[56] 25 year old male; abducted by RAB Intelligence and RAB 12 in 2014; disappeared for 10 days
[57] 20 year old male; abducted by DGFI, RAB Intelligence, RAB 2 and RAB 7 in 2016; disappeared for 224 days
[58] 29 year old male; abducted by RAB 11 in 2017; disappeared for 13 days
[59] 54 year old male; abducted by DGFI and RAB 1 in 2019; disappeared for 254 days
[60] 42 year old male; abducted by DB and RAB 2 in 2021; disappeared for 58 days

banned organisations, the suspects' roles within them, ideological motives, training histories, and long-term plans for subversive activity. The striking uniformity and depth of these statements—given they are given immediately upon arrest, across different districts and years—stretches plausibility. Rather than emerging from case-specific investigations, this pattern suggests reliance on a standardised narrative used to frame individuals within a pre-scripted template of militancy.

Location	Year	Charge language (Anti-Terrorism Act 2009)
Railway PS Sirajganj	2014	"ধৃত আসামীগণকে জিজ্ঞাসাবাদে জানায় তাহারা নিষিদ্ধ ঘোষিত সন্ত্রাসী জঙ্গী সংগঠন জেএমবি'র সক্রিয় সদস্য ... এবং ... জেএমবি'র গায়রে এহসার। তারা রাজশাহী থেকে ঢাকাগামী ধুমকেতু ট্রেন যোগে সাংগঠনিক কাজে সিরাজগঞ্জ আসে বলে জানায়।" (Code FCH)[61] (5-43)
Akbarshah Chattogram	2016	"আসামীদের জিজ্ঞাসাবাদে তারা উপরোক্ত নাম ঠিকানা প্রকাশ করে এবং তারা সকলেই নিষিদ্ধ ঘোষিত 'হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী'র সক্রিয় সদস্য বলে জানায়। ... তারা জব্দকৃত অস্ত্র-গুলি দ্বারা বাংলাদেশের সংহতি ও জননিরাপত্তা বিপন্ন করাসহ জনগণের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টির লক্ষ্যে সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনা এবং অপরাধ সংঘটনের মতো জঘন্যতম অপরাধের ষড়যন্ত্র করে।" (Code FGH)[62] (5-44)
Demra Dhaka	2017	"তাহারা আরও জানায়, সরকার ও রাষ্ট্রবিরোধী ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ড পরিচালনার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে শলাপরামর্শ করার নিমিত্ত তাহারা উক্ত স্থানে মিলিত হয়। ... তাহাদের জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় যে, ধৃত ১ নং আসামী ... নব্য জেএমবির এক দুর্ধর্ষ ধর্মীয় আধ্যাত্মিক নেতা। সে পূর্বে পাকিস্তান হইতে অস্ত্র ও সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহন করিয়াছে। সে বর্তমানে নব্য জেএমবি'র জিহাদী শিক্ষাগুরু, সদস্য সংগ্রাহক ও অস্ত্র-বোমা প্রশিক্ষক।" (Code BDAH)[63] (5-45)
Nandigram Bogura	2017	"জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় যে, সে ২০০২ সালের সেপ্টেম্বরের দিকে হিজরত করে বাংলাদেশসহ ভারতের নদীয়া, বিরভূম ও বর্ধমান জেলার নিষিদ্ধ ঘোষিত 'জেএমবি' এবং 'নব্য জেএমবি' জঙ্গি সংগঠনের দায়িত্বশীল হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিল।" (Code BGHI)[64] (5-46)
Bandar Narayanganj	2017	"ধৃত আসামীদেরকে জিজ্ঞাসাবাদে উপরে ১ নং ও ২ নং ক্রমিকে উল্লেখিত নাম ঠিকানা প্রকাশ করে এবং জানায় যে, তারা নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গী সংগঠন জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি) এর 'এহসার' এবং সামরিক শাখার সদস্য। তারা জেএমবি'র সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা ও সংঘটিত হওয়া, প্রশিক্ষণ শিবির স্থাপন, আঞ্চলিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা, নাশকতার ষড়যন্ত্র ও সংঘটনের প্রস্তুতির নিমিত্তে গোপন বৈঠক করার উদ্দেশ্যে ... মিলিত হয়।" (Code CDI)[65] (5-47)
Tongi West Gazipur	2021	"সে একজন নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠনের সদস্য হয়ে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার মানসে গণতন্ত্রমনা জনসাধারণের নিরাপত্তার বিরুদ্ধে কাজ করা ও নাশকতা সৃষ্টির জন্য নিজেদের সংঘটিত করার লক্ষ্যে অপরাপর পলাতক ও অজ্ঞাতনামা সহযোগীদের নিয়ে টঙ্গী এলাকায় তাদের সংগঠনের দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনাসহ বিভিন্ন বিষয়ে মিটিং করার জন্য সংঘবদ্ধ হয়েছে। ... গ্রেফতারকৃত আসামীসহ তাদের অপরাপর পলাতক আসামী ধর্মীয় উগ্রবাদিতা ছড়ানো, নাশকতা সৃষ্টির পরিকল্পনা করে নিষিদ্ধ ঘোষিত

[61] 25 year old male; abducted by RAB Intelligence and RAB 12 in 2014; disappeared for 10 days
[62] 20 year old male; abducted by DGFI, RAB Intelligence, RAB 2, and RAB 7 in 2016; disappeared for 224 days
[63] 19 year old male; abducted by CTTC in 2017; disappeared for 28 days
[64] 28 year old male; abducted by Bogura DB in 2018; disappeared for 14 days
[65] 29 year old male; abducted by RAB 11 in 2017; disappeared for 13 days

		‘আনসার আল ইসলাম’ নামীয় সংগঠনে ভিড়িয়ে আত্মঘাতি জঙ্গিবাদী কার্য বা নাশকতার মত অপরাধ সংগঠনের জন্য সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনার ষড়যন্ত্র করে আসছে।” (Code DGE)[66] (5-48)

Tab 5G: Confessions during preliminary questioning

Crucially, interviews with multiple police officers have revealed that there are indeed set scripts. When a new case needs to be filed, these scripts are reused with minimal changes – often underdeveloped, copy-pasted, and lightly edited to fit the individual.

Taken together, these patterns reveal a legal and administrative machinery more focused on ideological containment than impartial justice. Whether through identical charge language, implausibly timed confessions, or the branding of literature as evidence of terrorism, these charges demonstrate a prosecutorial template that prioritises political narratives over factual specificity.

The reliance on unverifiable intelligence, copy-paste confessions, and presumed guilt by association has allowed law enforcement and prosecutors to substitute procedural fairness with a pre-written script of guilt. This calls into question the legitimacy of such prosecutions and underscores the urgent need for legal reform, judicial independence, and safeguards against the instrumentalisation of criminal law for political ends.

5.4 Impact on the Courts

This section examines how the (mis)use of the Anti-Terrorism Act 2009 has turned the law into a tool of repression. Through quantitative data and collected testimonies, it reveals how politically motivated filings and performance-driven case disposals have undermined due process, often inflicting prolonged harm on victims rather than delivering justice.

Cases brought under Bangladesh’s Anti-Terrorism Act exhibit an overwhelmingly low conviction rate. To conduct the following analysis, we acquired nationwide data on the Anti-Terrorism Tribunals from official records. Of the 794 resolved cases from 2017 to 2024, only 52 resulted in convictions, yielding a conviction rate of just 7%. This means the vast majority of the accused (93%) were acquitted, despite the free hand law enforcers had in manufacturing these cases, raising serious questions about the evidentiary standards used to initiate such prosecutions. Unlike most other crimes, to be accused of terrorism carries an almost-life long sentence of stigma even if one is adjudged innocent afterwards. This makes the low conviction rate all the more worrisome.

[66] 42 year old male; abducted by DB and RAB 2 in 2021; disappeared for 58 days

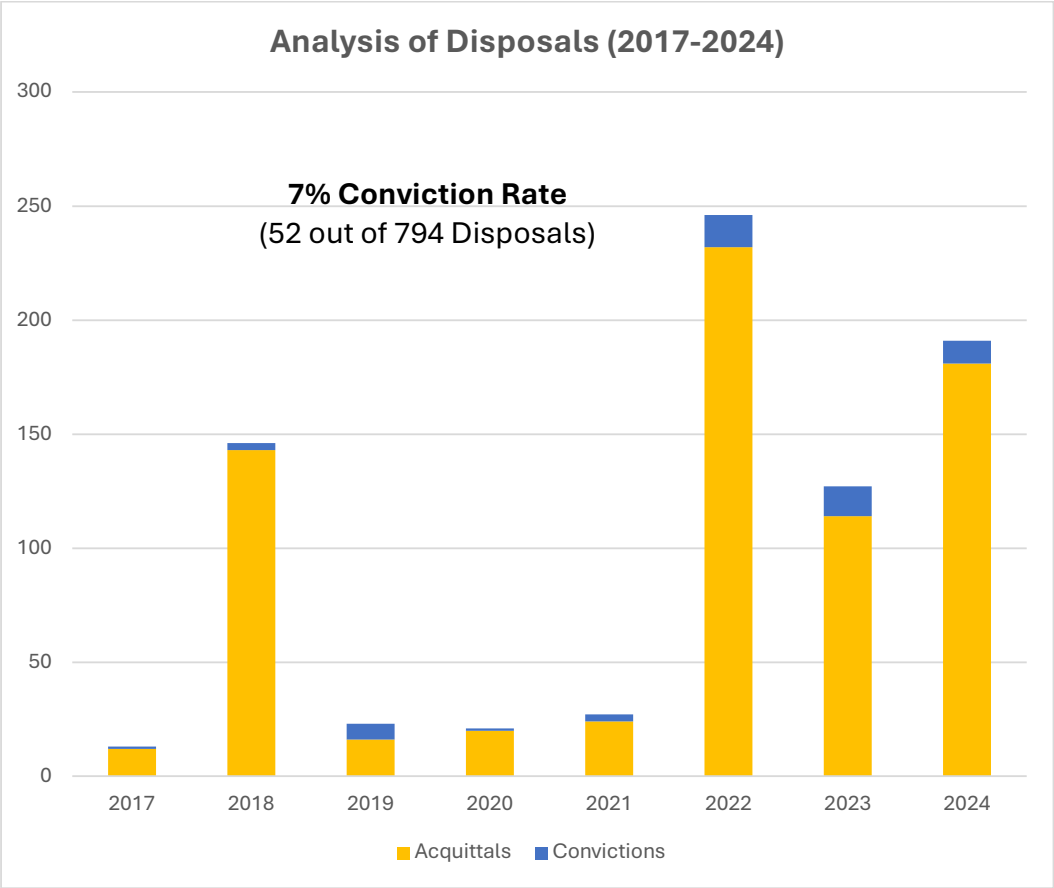

Fig 5C: Analysis of disposals (2017-2024)

Yet, the number of pending cases under trial pursuant to the Anti-Terrorism Act doubled over the analysis period, increasing from under 600 cases in 2017 to over 1200 by 2021. The chart below disaggregates the data into case inflows (new filings and case receipts) and outflows (disposals and transfers) across the 2017-2024 period. Two key patterns emerge from this dataset: the political link and the performance indicator link.

Note - New Cases: Filed directly in the Courts; Case Receipt: Cases initiated at the police station level, transferred to court following submission of charge sheet or final report; Disposals: Resolved cases, including both convictions and acquittals; and Transfers: Cases reassigned to other Courts.

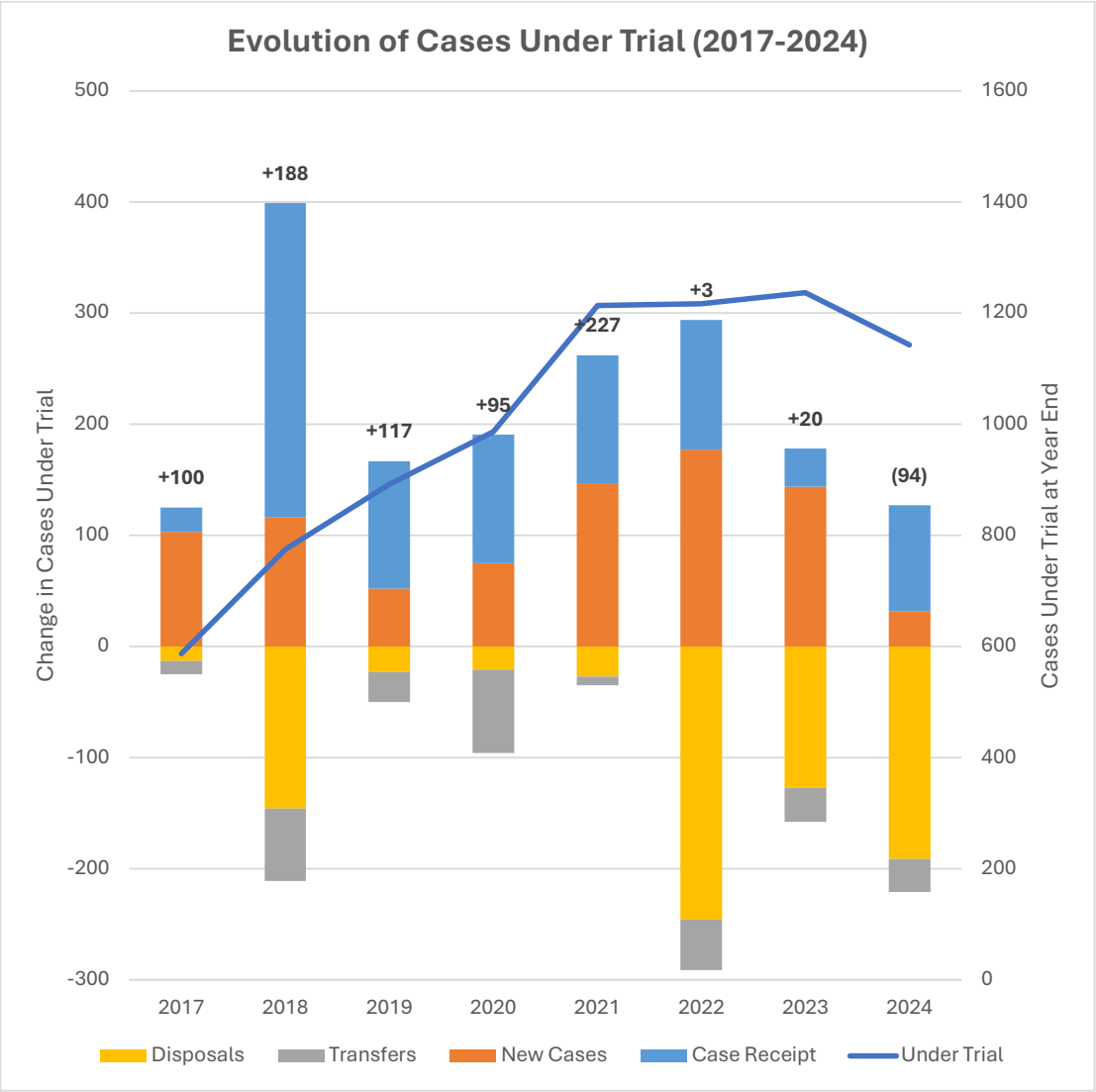

Fig 5D: Evolution of cases under trial (2017-2024)

5.4.1 The political link

If indeed anti-terror laws were used agnostic of the political climate, we would not expect to see any relation between political events and case inflows. And yet, surges in case inflows align with periods of heightened political unrest and subsequent law enforcement crackdown. The most significant spike occurred in 2018, coinciding with a general election marked by widespread suppression of opposition activities. Similarly, the rise in 2021 reflects the state's response to mass protests against Indian Prime Minister Narendra Modi's visit to

Bangladesh. Interviews with multiple police officials suggest that increased mobilisation efforts by the BNP and Jamaat-e-Islami in 2022 contributed to sustained filings of cases that year.

In contrast, opposition activity in 2023 shifted toward more direct street confrontations which, according to senior police officers, were less frequently pursued under anti-terrorism charges. This shift—combined with the concentration of large-scale protests towards the year's end—contributed to a drop in filings in 2023. By 2024, new cases declined markedly, possibly reflecting the overall lull in opposition activities following the national election. The fact that case inflows dovetail national political events belies the claim that these cases were solely filed to counter terrorism.

5.4.2 The performance indicator link

If these anti-terrorism cases were solely about arbitrating the available evidence, we would not expect to see any particular pattern in case resolutions beyond random variation. And yet, there is a revealing pattern in the timing of case outflows. A performance indicator tracked by the judiciary is the number of cases pending for more than five years. The largest spike in case disposals occurred in 2022, exactly five years after the 2018 surge. This correlation suggests that the judicial system is expediting resolutions to avoid the appearance of backlog, particularly for cases approaching the five-year threshold.

Similar five-year lag patterns between inflows and outflows are evident throughout the dataset. This external pressure to avoid five-year backlogs was confirmed by the interviews with Judges, one of whom noted: "I will hold off on new case disposal when needed but always prioritize cases reaching the five-year mark. This is expected."

The pattern in the graph strongly suggests the timing of case resolution is driven less by judicial progress and more by the need to meet administrative key performance indicators. The artificial nature of these resolution spikes, coupled with an abysmally low conviction rates, implies that many of these cases lacked prosecutorial merit from the outset. Instead of pursuing justice, the system appears to have allowed these cases to linger until they risked embarrassing the Judiciary.

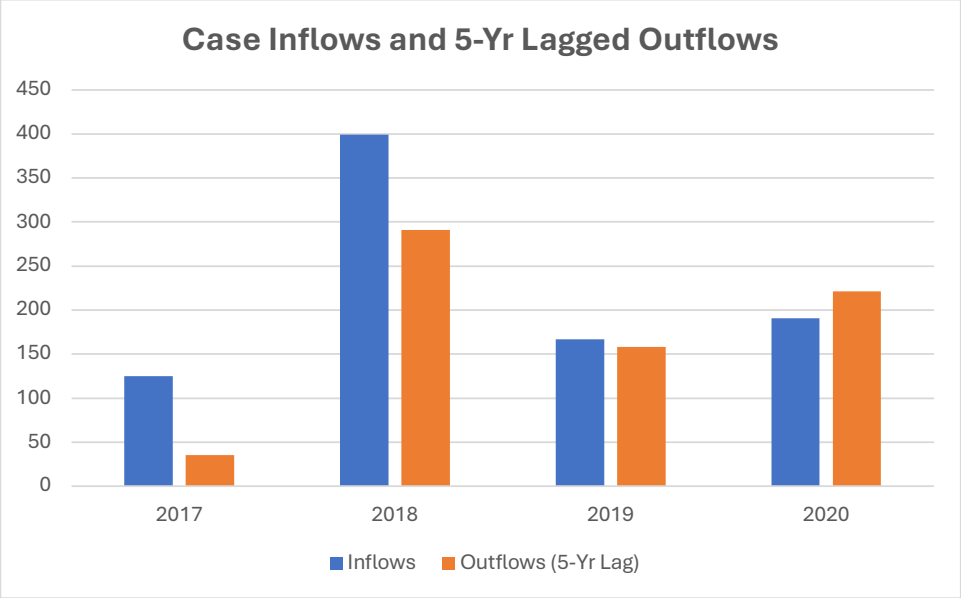

Fig 5E: Case inflows and 5-year lagged outflows

A more troubling interpretation and one consistent with qualitative interviews conducted with relevant stakeholders is that the very burden of prolonged legal proceedings—financial, reputational, and psychological—was not merely a byproduct of flawed prosecution, but the intended outcome. In this view, the Anti-Terrorism Act has been brought into play not primarily as a tool for national security, but as a mechanism of state-sanctioned harassment against political opponents. Victims are frequently told that although they will eventually be released alive, a specific "procedure" must be followed. This typically involves being presented before the media—referred to euphemistically as "মিডিয়া করা" ("doing media")—after which a fabricated case is filed against them. They are then required to spend a period in jail before being granted bail.

5.5 Impact on the victims

The procedural coercion discussed above is not only emotionally and reputationally damaging, it also imposes a severe financial burden on victims and their families.The graph below displays the reported amount spent by families in our sample on legal cases, excluding extreme outliers. Each blue dot represents an individual case, sorted by total expenditure. The red dashed line marks the median spending, which stands at approximately BDT 700,000: half the victims spent more than this, and half spent less.

To understand how much that really is: the average family in Bangladesh earns about BDT 300,000 in a whole year, according to the Household Income and Expenditure Survey 2022 conducted by the Bangladesh Bureau of Statistics. That means most families in this sample spent more than two years' worth of income by way of legal costs. Many spent even more—some as much as five or six years' income—just to try get justice.

This level of financial burden is debilitating for low- and middle-income households. It forces families to sell assets, borrow from informal lenders, or fall into prolonged cycles of debt, compounding the trauma of the initial rights violation with sustained economic hardships. Rather than offering relief, the justice process often imposes further suffering on the families who have already endured significant loss.

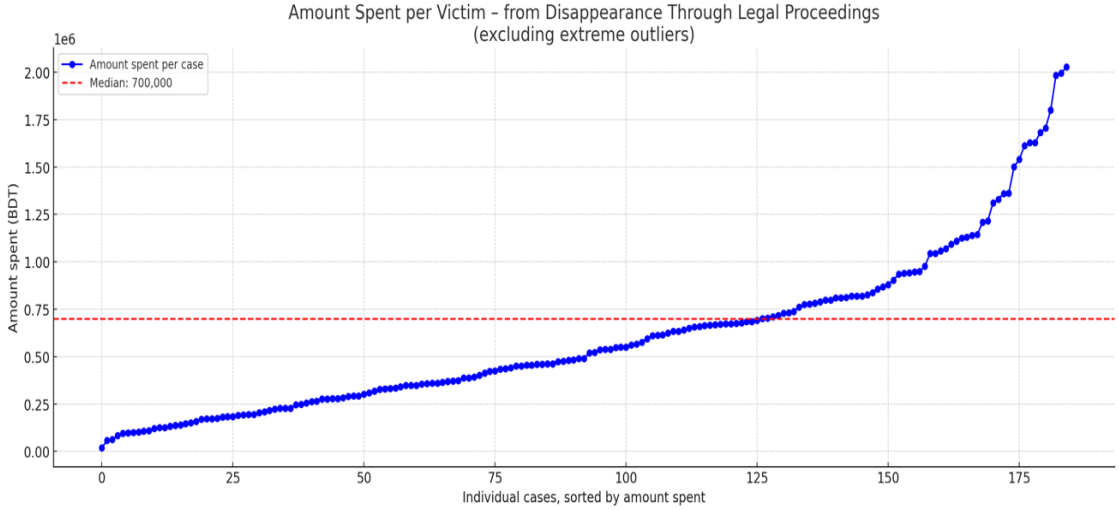

Fig 5F: Amount spent per victim, excluding extreme outliers

While the graph captures the staggering costs associated with legal proceedings, the true burden on victims and their families extends far beyond attorney fees and court expenses. Many victims—a large number still in their primes—spend years shuttling between courtrooms, required to appear before magistrates on a regular basis as part of routine bail conditions. If multiple cases have been filed against them, they may be summoned several times a month, often having to travel from one end of the country to the other to comply. The psychological toll, physical exhaustion, and financial burden of this process are immeasurable. It is important to remember that these are not genuine prosecutions but fabricated cases, designed to punish and exhaust.

On top of this, enforced disappearance often results in long-term psychological trauma, disrupted education, and the need for ongoing medical or psychiatric care—costs that are neither easily measured nor short-lived. One of the most complex and time-consuming identification efforts undertaken by the inquiry involved a male victim (Code BHFG[67]) repeatedly mentioned by survivors of secret detention. Witnesses described a boy, approximately 15 or 16 years old at the time of his abduction, who exhibited clear signs of severe psychological distress while held at TFI. According to multiple accounts, he would cry constantly, and the guards would reportedly respond by escalating the physical abuse. Although numerous captives consistently referred to his presence, we were initially unable to confirm his identity or establish what became of him after his release.

At one point, a former detainee disclosed that he had seen the same boy months after his release, confined in a psychiatric cell at Kashimpur jail, called "pagla cell", and clearly with his nails removed, likely a sign of torture. He was able to provide some identifying characteristics and a general timeframe. This prompted the team to obtain registry data from that facility's psychiatric cell. However, without a confirmed name, we could not match the entries to the subject in question.

Further leads proved inconclusive until another witness (Code IGB[68]) recalled that he had once known the boy's name, though he had since forgotten it. Days later, he recollected the name and shared it with the inquiry team. Yet even this name did not appear in official records, possibly due to inconsistencies between formal and informal naming conventions.

The case remained unresolved until another survivor (Code CEI[69]) reported that he had been transported from jail to court alongside the boy on one occasion several years ago. Though unable to recall the exact date, he suggested two plausible dates based on approximate memory. He added that the boy had received no food during the court visit and that they had shared a meal. This small but verifiable detail prompted the team to target court appearance logs for those dates, despite the continued uncertainty about the boy's full legal name.

Subsequent outreach to another detainee—who had not been abducted by the same security force but had served time in the same prison during the relevant period—proved unexpectedly successful (Code IBB[70]). Upon hearing the boy's description, the individual immediately recognised him and confirmed the identity. He further disclosed that, after his release, by chance he had encountered

[67] 16 year old male; abducted by RAB Intelligence and RAB 3 in 2019; disappeared for 20 months 13 days
[68] 26 year old male; abducted by DGFI, RAB Intelligence and RAB 3 in 2019; disappeared for 110 days
[69] 33 year old male; abducted by CTTC in 2020; disappeared for 143 days
[70] 25 year old male; abducted by CTTC in 2021; disappeared for 110 days

the boy a year earlier at a bicycle repair shop, where the boy appeared to be living with his father, albeit still suffering from psychological instability.

Acting on this lead, the survivor returned to the location and successfully located the boy, who was then brought to the Commission. His identity was confirmed through cross-verification with prior testimonies. He was the same boy whose plaintive cries had been described by multiple survivors over several years. At the time of his disappearance, he had just been promoted to class nine. Before receiving his new schoolbooks, he had already endured two years in secret detention, two more in prison, and ongoing mental health challenges as a result of sustained abuse.

At the meeting with the Commission, it was immediately evident that the boy remained deeply psychologically unwell, despite undergoing treatment. The family was clearly impoverished, and the father's confusion—both about what had transpired and about the legal process—was palpable. The testimonies of the victim and his father given below are a compelling illustration of the long-term impact of enforced disappearance and its accompanying legal burdens on survivors and their families.

ভুক্তভোগীর বাবা বলেছেন: [গুম পরবর্তীতে থানায় যেয়ে] "পরে দূর থেইকা দেখলাম, কথা বললাম, কাছে গেলাম। হে আমারে চিনলো, খালি হাসে, আর কিছুই কয় না।" আমি জিগাইলাম, "এই যে তোর নখগুলা কই গেল? হাত দেখা তো, পা দেখা।"দুই পায়ের নখ নাই। হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলের দুইটা নখও নাই। আগেত এমন আছিল না।

আমি জিগাইলাম, "এই কী হইছে?" সে কিচ্ছু কইতে পারলো না। শুধু কইলো, "বলা যায় না।" ঠিক বুঝতে পারি না, কিন্তু আমি চোখে দেখি – নখ নাই, দুই পায়েরও নাই।

আমি আবার জিগাইলাম, "স্যার, আমার ছেলেটারে কই থেইকা আনছেন?" তারা কয়, "র‍্যাব হেফাজতে ছিল, সেখান থেইকা দেওয়া হইছে।" আমি কইলাম, "আমার ছেলে তো দুই বছর ধইরা নিখোঁজ। এতদিন পরে কইরতে আনছেন? আগে কই আছিল?" তারা কয়, "আপনার ছেলের মামলা দিয়া ছিল।" আমি কইলাম, "মামলা যদি দিয়া থাকে, এতদিন পর কেন আনছেন?"

ওনারা কয়, "আপনার এত বাড়াবাড়ির দরকার নাই।" আমি কইলাম, "ভাই, আপনি যদি সহজ করে কইতেন, আমি তো সব শেষ মানুষ। আমার বউ মরে গেছে, ছেলে হারা হইছিলাম।" এতদিন পর যদি পাইলাম, তাহলে আগে জানাইলে আমি জামিনও নিতে পারতাম। আমি তো কিচ্ছু বুঝি না। তারা কয়, "উকিলের লগে যান, সব বুঝাই দিমু।" আমি কইলাম, "দোষটা কী? আমি তো শুধু অভিযোগ দিছি, ছেলে নিখোঁজ। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পরিচয় দিয়া নিছে।" দুই বছর পরে পাইছি। কয় কাগজ দেখাইলে বুঝা যাবে মামলার অবস্থা।

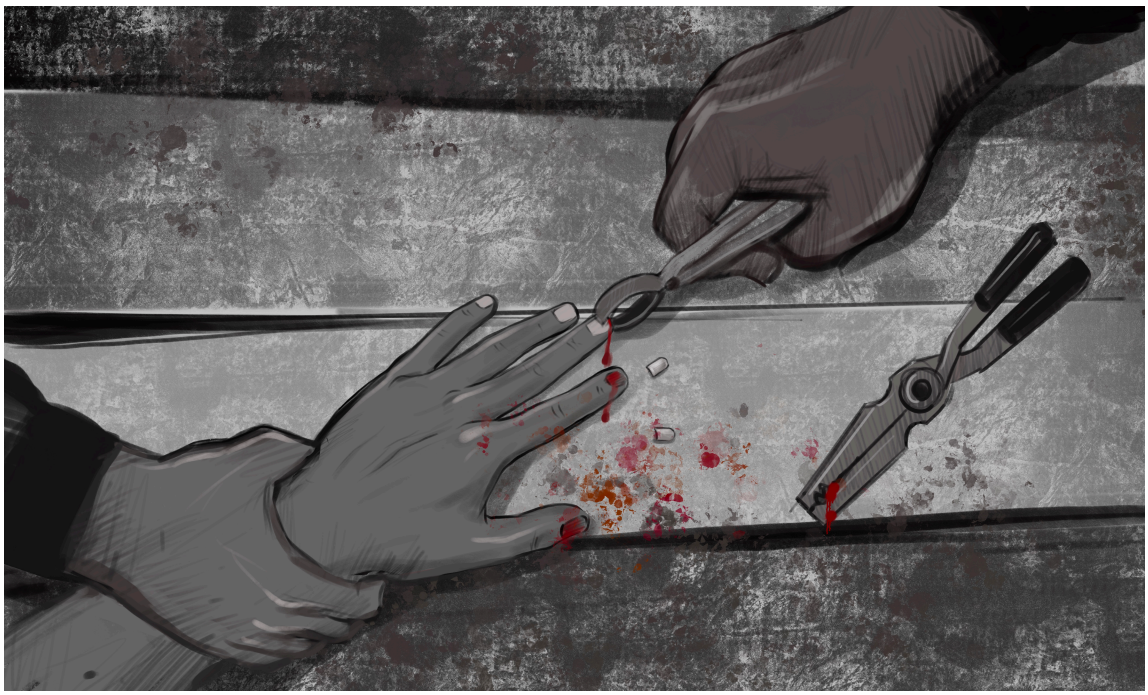

Fig 5G: Nails were frequently uprooted as a form of torture (illustration based on witness and survivor accounts)

একজন লোক নিয়া গেল উকিলের কাছে। ফাইল তুললো। দেখা গেল, মামলায় অনেক কিছু লেখা আছে। তারপর জজ কইলো, "বেল নিতে হইবো।" আমি তো জানতাম না। আমার ছেলে দুই বছর দুই মাস গুম আছিল। হেইখান থেইকা পরে কেস দিছে। দোষটা কী, আমি তো জানি না। উকিল কয়, "আমরা হাজিরা দিয়া জামিন চাইবো।" আমি তো গরিব মানুষ, খরচ চালাইতে কষ্ট হয়। একটা কাগজ লইয়া দেড় বছর ঘুইরা শেষ।

এর মধ্যে দুই জেলে নিছে – একবার কাশিমপুর, আরেকবার কেরানীগঞ্জ। জজ কইছে, দেখা কইরা কথা কওন লাগবো, মাসে একবার সাক্ষাৎ। সাক্ষাতের লাইগা নাম লেখান, ছবি দেন, আইডি দেন। আমি কইলাম, ভাই, একটা ব্যবস্থা করেন। ছেলেটা এতিম, মায় মারা গেছে। লেখাপড়া করত, সব শেষ। ... [গুম থেকে ফেরার পর] ও বসে থাকতো, হঠাৎ রেগে যাইতো। কেউ কথা জিগাইলেই থাপড় দিত। ... এখন ও খালি একা একা হাসে, কিছু কইলে ফেনায়, ঠিকমতো কথা কয় না। আগের মত না। ডাক্তার দেখাইলাম, ওষুধ দেয়, খায় না। কয় শরীর কাপে, ঘুমে ধরে। ওষুধ ফালায় দেয়। ডাক্তার কয়, নিয়ম মতো ওষুধ খাওয়াইতে হইবো।

এই হইলো ঘটনা। আমার ছেলে পাইলাম, এইটাই বড় কথা। সবাই কয়, "যা হইছে হইছে, এখন খাইয়া-পইরা বাঁচ।" কিন্তু আমি জানি কত কথা হজম কইরা এই পর্যন্ত আইছি। "এখন আমি আর উকিলের কাছেও যাই না, কারণ টাকা-পয়সার অভাব।"

ভুক্তভোগী ছেলে বলেছেন: সেলের ভিতরে থাকতাম, ওয়াশরুমে যাইতাম – ওই সময় মাইর খাইতাম, লাঠি দিয়া। খুব কান্না করতাম, ব্যথা পাইতাম। মনে হইতো বাড়ি যাই। কিন্তু বইলা দিত, "দিন হইছে শুয়ে থাক, রাত হইছে ঘুমা, কথা বলবি না, আওয়াজ করবি না।" ... আইনের লোক আছিল, কিন্তু ওই জায়গায় কোনো বন্ধু ছিল না। একা আছিলাম। অফিসার আইতো, জিগাইতো নাম, খাবার কি, অসুস্থ লাগলে কইতে। কয়, "কান্না করিস না, কষ্ট হইলে বলিস।" ... এখন কষ্ট পাই না, কিন্তু তখন ভিতর থেইকা খুব কষ্ট পাইতাম। যখন বাড়ি আসলাম, খুব ভালো লাগলো। মনে হইলো দুনিয়া পাইলাম। (5-49)